

বিবাহ সংক্রান্ত আইন

বাংলাদেশ বিবাহ সংক্রান্ত আইন, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১, বিবাহ নিবন্ধন/রেজিস্ট্রেশন, বিবাহ বিচ্ছেদ/তালাক, ১০০ ধারা মামলায় স্ত্রী উদ্ধার, স্ত্রী পুনঃরুদ্ধার, জামিন আবেদন, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফি, তালাক ফি, স্ত্রীর নিকট থাকা অর্থ উদ্ধার, মিনসুট, দেন মোহর খোরপোষ, তায়দাদ, তালাক দেয়ার নিয়ম ইত্যাদি

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১	মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯	
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০	যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০	
মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১	স্ত্রী পুনঃ উদ্ধার	Home

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

২০১৭ সালে সবশেষ সংস্করণ আইন বই হতে নেয়া

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

(১৯৬১ সনের ৮-নং অধ্যাদেশ)

বিবাহ ও পারিবারিক আইন বিষয়ক কমিশনের কতিপয় সুপারিশ কার্যকর করিবার জন্য আনীত অধ্যাদেশ।
যেহেতু বিবাহ এবং পারিবারিক আইন বিষয়ের কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।
সেহেতু এক্ষণে, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের ফরমান অনুযায়ী এবং তত্পক্ষে তাহাকে সমর্থনকারী সকল ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্ন রূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, বিস্তৃতি, প্রযোজ্যতা এবং আরম্ভ:

- ১) অত্র অধ্যাদেশ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ নামে অভিহিত করা হইবে।
- ২) সমগ্র বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকদের উপর তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন, ইহা প্রযোজ্য হইবে।
- ৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, যে তারিখ নিদিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ:

বিষয় অথবা প্রসঙ্গে প্রতিকূল কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশ-

- ১) “সালিশী কাউন্সিল” বলিতে চেয়ারম্যান এবং অত্র অধ্যাদেশে ব্যবস্থিত একটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত পক্ষগণের প্রত্যেকের একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থাকে বুঝায়।

শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোন পক্ষ ধাক্কা সময়ের মধ্যে কোন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে ব্যর্থ সেইক্ষেত্রে ঐরূপ প্রতিনিধি ব্যতিত গঠিত সংস্থা সালিশী কাউন্সিল হইবে।

২) “চেয়ারম্যান ” বলিতে-

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বুঝায়; বা

(২) পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বুঝায়; বা

(৩) মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মেয়র বা প্রশাসনকে বুঝায়; বা

(৪) অত্র অধ্যাদেশের অধীন চেয়ারম্যানের কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেনানিবাস এলাকায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, (৫) যেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা অথবা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বাতিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কর্তব্য সম্পাদনকারি বা অবস্থানভেদে, অত্র অধ্যাদেশের অধীন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়;

শর্ত থাকে যে, যদি ইউনিয়ন পরিষদ অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মেয়র অমুসলিম হন, বা তিনি নিজেই সালিশী আবেদন করিতে ইচ্ছুক হন, বা অসুস্থতা অথবা অপর কোন কারণে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলী নিমিত্ত ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা অথবা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ইহার মুসলিম সদস্যগণের বা কমিশনারগণের মধ্যে হইতে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করিবেন,

৩) “মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ” বলিতে ১৯৮২ সনের চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ৩৫নং অধ্যাদেশ), অথবা ১৯৮৩ সনের ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৪০নং অধ্যাদেশ) অথবা ১৯৮৪ সনের খুলনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অধ্যাদেশ (১৯৮৪ সনের ৭২নং অধ্যাদেশ)-এর অধীনে গঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে যথানির্ধারিত এখতিয়ারের অধিকারী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বুঝায়;

৪) “পৌরসভা” বলিতে ১৯৭৭ সনের পৌরসভা অধ্যাদেশ (১৯৭৭ সনের ২৬নং অধ্যাদেশ)-এর অধীনে গঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে যথানির্ধারিত এখতিয়ারের অধিকারী পৌরসভা বুঝায়;

৫) “নির্ধারিত” বলিতে ১১ ধারার অধীনে প্রণীত রুলসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত বুঝায়;

৬) “ইউনিয়ন কাউন্সিল” বলিতে ১৯৮৩ সনের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ (১৯৮৩ সনের ৫১নং অধ্যাদেশ)-এর অধীনে গঠিত ও বর্ণিত বিষয় যথানির্ধারিত এখতিয়ারের অধিকারী ইউনিয়ন পরিষদকে বুঝায়।

৩। অন্যান্য আইন সমূহ, ইত্যাদি বাতিল করার নিমিত্ত অধ্যাদেশ:

১) কোন আইন, প্রথা বা নীতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অত্র অধ্যাদেশ এর বিধানসমূহ কার্যকরী হইবে।

২) সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এতদ্বারা ইহা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ২০০১ সনের সালিশী আইন এর বিধান সমূহ, ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন)এর বিধানসমূহ আদালতের কার্যবিধি নিয়ামক অন্য কোন আইনের বিধানসমূহ কোন সালিশী কাউন্সিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৪) উত্তরাধিকার:

উত্তরাধিকার উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে অথবা মেয়ের মৃত্যু ঘটিলে যদি উত্তরাধিকার উন্মুক্ত হওয়ার সময় ঐরূপ ছেলে অথবা মেয়ের সন্তানাদি জীবিত থাকে তাহা হইলে উক্ত ছেলে অথবা মেয়ে উত্তরাধিকার উন্মুক্ত হওয়ার সময় জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইত তাহারা সমষ্টিগতভাবে ঠিক সেই অংশ পাইবে।

৫) বাতিল:

(১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।)

৬) বহুবিবাহ:

১) কোন ব্যক্তির বিবাহ বলবত থাকিতে সে সালিশী কাউন্সিলের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না বা ঐরূপ অনুমতি ছাড়া অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ ১৯৭৪ সনের মুসলিম বিবাহ ও

তালাক (রেজিস্ট্রিকরণ) আইন এর অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত হইবে না।

২) ১নং উপধারা অনুযায়ী অনুমতির ও দরখাস্ত নির্ধারিত ফিস-সহ চেয়ারম্যানের নিকট নিদিষ্ট দফতরে দাখিল করিতে হইবে ও উহাতে প্রস্তাবিত বিবাহের কারণসমূহ এবং এই বিবাহের ব্যাপারে বর্তমানে স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণের সম্মতি লওয়া হইয়াছে কিনা উহার উল্লেখ থাকিবে।

৩) ২নং উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত গ্রহণ করিবার পর চেয়ারম্যান আবেদনকারীকে ও বর্তমান স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণের প্রত্যেককে একজন করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিতে বলিবেন। উক্তরূপে গঠিত সালিসী কাউন্সিল প্রস্তাবিত বিবাহ প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে এমন সকল শর্ত থাকিলে তৎসাপেক্ষে প্রার্থিত আবেদন মঞ্জুর করিতে পারেন।

৪) দরখাস্তের বিষয় নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত সালিসী কাউন্সিল নিষ্পত্তির কারণাদি লিপিবদ্ধ করিবেন। নিদিষ্ট সময় মধ্যে যে কোন পক্ষ নিদিষ্ট ফিস প্রদানক্রমে নিদিষ্ট দফতরে সংশ্লিষ্ট সহকারী জজের নিকট পূর্ণবিবেচনার নিমিত্ত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে; তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ও কোন আদালতে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫) কোন ব্যক্তি যদি সালিসী কাউন্সিলের অনুমতি ব্যতীত অন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে সে-

ক) বর্তমান স্ত্রী অথবা স্ত্রীগণের তলবী ও স্বগিত দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করিতে হইবে।

উক্ত টাকা উক্তরূপে পরিশোধ না করা হইলে বকেয়া ভূমি রাজস্বরূপে আদায়যোগ্য হইবে; এবং

খ) অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হলে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় প্রকার দণ্ডীয় হইবে।

৭। তালাক:

১) কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছা করিলে সে কোন প্রকারেই হউক তালাক উচ্চারণ করিবার পরেই সে তালাক দিয়েছে বলিয়া চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশ মাধ্যমে জানাইবে ও স্ত্রীকে উহার একটি কপি পাঠাইবে।

২) কোন ব্যক্তি ১ নং উপধারার বিধান লংঘন করিলে সে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩) ৫নং উপবিধির বিধান অনুসারে অন্য কোন ভাবে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোন তালাক পূর্বাচ্ছে প্রত্যাহার না করা হইলে ১নং উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরিত নোটিশের তারিখ হইতে ৯০ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।

৪) ১নং উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্নমিলন স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সালিসী কাউন্সিল গঠন করিবেন ও এই কাউন্সিল পূর্নমিলন ঘটাইবার নিমিত্ত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫) তালাক প্রদানের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকিতে ৩নং উপধারায় বর্ণিত মেয়াদ বা গর্ভকাল এই দুই এর মধ্যে যাহা পরে শেষ হইবে তাহা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।

৬) এই ধারা অনাসারে কার্যকরী তালাক মাধ্যমে যে স্ত্রীর বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছে, ঐ বিবাহ ভঙ্গ তৃতীয়বারের মত কার্যকরী না হইলে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত মধ্যবর্তীকালীন কোন বিবাহ ব্যতীতই তাহার আগের স্বামীর সহিত পূর্নবিবাহে কোন প্রকার বাধা থাকিবে না।

৮। তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ ভঙ্গ:

যেক্ষেত্রে স্ত্রীর নিকট তালাক প্রদানের অধিকার যথাযথভাবে অর্পণ করা হইয়াছে এবং সে এই অধিকার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হয়, অথবা যেক্ষেত্রে বিবাহের যে কোন পক্ষ তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হয়, সেইক্ষেত্রে প্রয়োজনমত পরিবর্তনসহ ও যতদূর পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য ততদূর পর্যন্ত ৭ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৯। ভরণপোষণ:

- ১) যেক্ষেত্রে কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে পর্যাণ্ডভাবে ভরণপোষণ দিতে অসমর্থ হয় অথবা একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদিগকে সমভাবে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সকলে অথবা স্ত্রীগণের যে কোন জন অপর কোন আইনসম্মত প্রতিকার প্রার্থনা ব্যতীতও চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করিতে পারে। চেয়ারম্যান একটি সালিশী কাউন্সিল গঠন করিবেন ও উক্ত কাউন্সিল স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ভরণপোষণ বাবদ প্রদানের নিমিত্ত টাকার অংক নির্দিষ্ট করিয়া সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবেন।
- ২) একজন স্বামী অথবা স্ত্রী নির্ধারিত পন্থায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত ফিস প্রদানপূর্বক উক্ত সার্টিফিকেট পুনর্বিবেচনার নিমিত্ত সহকারী জজের নিকট আবেদন পেশ করিতে পারেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং কোন আদালতে এই সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাইবে না।
- ৩) ১নং অথবা ২নং উপধারা অনুযায়ী দেয় কোন টাকা যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে বকেয়া ভূমিরাজস্বরূপ আদায়যোগ্য হইবে।

১০। দেনমোহর:

যেক্ষেত্রে দেনমোহরের টাকা পরিশোধের পন্থা কাবিননামায় অথবা বিবাহের চুক্তিতে বিস্তারিতভাবে নির্দিষ্ট করা হয় নাই সেক্ষেত্রে দেনমোহরের মোট পরিমাণই তলবমাত্র পরিশোধযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

১১। রুলসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা:

- ১) অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত সরকার নিয়ম-কানুন সমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
- ২) অত্র ধারার অধীনে নিয়ম-কানুন সমূহ প্রণয়নে সরকার কোন নিয়ম-কানুন লংঘনের নিমিত্ত এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান রাখিতে পারিবেন।
- ৩) অত্র ধারার অধীনে প্রণীত নিয়ম-কানুন সমূহ সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হইবে ও তৎপর এমনভাবে কার্যকরী হইবে যেন ঐগুলি এই অধ্যাদেশে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১১ক। বিচারের স্থান:

সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও এই অধ্যাদেশের অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধ ঐ আদালত কর্তৃকই বিচার্য হইবে যাহার স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে-

- ক) অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছিল,
 - খ) অভিযোগকারী বা আসামী বাস করে বা সর্বশেষ বাস করিয়াছিল।
- (১৯৮৬ সনের ২ এপ্রিল প্রকাশিত ২৪নং অধ্যাদেশ, (৮৬)কর্তৃক সংশোধিত)

-0-

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন

হোম

এতে সদস্যতা: পোস্টগুলি (Atom)

বাংলাদেশ মুসলিম পারিবারিক বিবাহ সংক্রান্ত আইন. সরল থিম. [Blogger](#) দ্বারা পরিচালিত.